যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২০৫

১/ বিবিধ

আরবী

أخوك البكري ولا تأمنه

ضعيف

أخرجه البخاري في " التاريخ " (4/1/39) وأبو داود (4861) وأحمد (5/289) وابن سعد (4/296) من طريق ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو ابن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال: " دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: " التمس صاحبا "، قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري، فقال: بلغني أنك تريد الخروج، وتلتمس صاحبا، قال: قلت: أجل، قال: فأنا لك صاحب، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد
وجدت صاحبا، قال: فقال: " من؟ " قلت: عمرو بن أمية الضمري، قال: " إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه
فخرجنا حتى إذا كنت بـ (الأبو اء) ، قال: إني أريد حاجة إلى قومي بـ (ودان) ، فتلبث لي، قلت: راشدا، فلما ولى، ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بـ (الأصافر) إذا هو يعارضني
في رهط، قال: وأوضعت، فسبقته، فلما رآني قد فته، انصرفوا، وجاءني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة، قال: قلت: أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي

سفيان
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان
الأولى: الجهالة. قال الذهبي في " الميزان ": عبد الله بن عمرو بن الفغواء لا يعرف
وقال الحافظ في " التقريب ": مستور
والأخرى: عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس معروف لكنه قد صرح بالتحديث عند البخاري
وله شاهد، لكنه ضعيف جدا، فلا يصلح للتقوية، لأنه يرويه زيد بن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن أسلم قال: " خرجت في سفر، فلما رجعت قال لي عمر: من صحبت؟ قلت: صحبت رجلا من بني بكر ابن وائل، فقال عمر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... " فذكره
أخرجه الطبراني في " الأوسط " (رقم ـ 3927 بترقيمي) والعقيلي في الضعفاء (138) وابن عدي في " الكامل " (ق 14/2 و147/1) وقال
والحديث بهذا الإسناد منكر ". وقال الطبراني: " لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد
قلت: وآفته زيد بن الرحمن بن زيد بن أسلم، قال العقيلي: " لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به
قلت: وأبو هـ ضعيف جدا، وقد سبقت ترجمته في المجلد الأول تحت الحديث (25)
ثم رواه العقيلي وابن عدي عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث
وهذا معناه عنده أنه متهم، والله أعلم

বাংলা

১২০৫। তোমার নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাক (অপর কেউ তো দূরের কথা), তার থেকেও তুমি নিরাপদ নও।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম বুখারী “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৪/১/৩৯), আবু দাউদ (৪৮৬১), আহমাদ (৫/২৮৯) ও ইবনু সা’দ

(৪/২৯৬) ইবনু ইসহাক হতে, তিনি ঈসা ইবনু মামার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল ফাগওয়া খুযাঈ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন ...।

দীর্ঘ এক হাদীসের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনু ফাগওয়া আল-খুযাঈকে সম্বোধন করে উক্ত কথা বলেছিলেন, সেই সময়ে যখন তাকে তিনি তার আরেক সাথীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় আবু সুফইয়ানের নিকট কিছু সম্পদ কুরাইশদের মাঝে বন্টনের জন্য পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ সনদটি দুটি কারণে দুর্বলঃ

১। সনদে অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল ফাগওয়াকে চেনা যায় না। হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেনঃ তার অবস্থা অস্পষ্ট।

২। হাদীসটি ইবনু ইসহাক কর্তৃক আন আন করে বর্ণনাকৃত। আর তিনি মুদাল্লিস হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তিনি ইমাম বুখারীর বর্ণনায় স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। যার একটি শাহেদ রয়েছে। কিন্তু সেটি খুবই দুর্বল, যা হাদীসটিকে শক্তিশালী করতে সক্ষম নয়। কারণ সে শাহেদটিতে যায়েদ ইবনু আবদির রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, আর তিনি আসলাম হতে বর্ণনা করেছেন।

এ শাহেদটি ত্বারানী "আল-মুজামুল আওসাত" গ্রন্থে (৩৯২৭), ওকায়লী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (১৩৮) ও ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (কাফ ২/১৪, ১/১৪৭) বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটি এ সনদে মুনকার। ত্বারানী বলেনঃ উমার (রাঃ) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সমস্যা হচ্ছে যায়েদ ইবনু আবদির রহমান। ওকায়লী বলেনঃ তার মুতাবা’য়াত (অনুসরণ) করা হয়নি। তাকে একমাত্র এ হাদীস দ্বারাই চেনা যায়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার পিতা আব্দুর রহমান খুবই দুর্বল। প্রথম খণ্ডে ২৫ নম্বর হাদীসের আলোচনার মধ্যে তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর ওকায়লী ও ইবনু আদী ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। তার নিকট এর অর্থ হচ্ছে তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72084

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন